

Taking care of the relatives: Article of faith in Islam

আল্লীয় স্বজনদের যত্ন নেওয়াঃ ইসলামে বিশ্বাসের নিবন্ধ

Translate Here as bilingual.

Dr Syed ZafarMahmood,

ডঃ সৈয়দ জাফর মাহমুদ,

Last week an elderly lady in my extended family left for her eternal abode. May Allah bless her soul with a high pedestal in Paradise, amen. Later during condolence sessions it came to light that her son is highly technically qualified and worked in the Gulf at half a million Rupees monthly salary. As mother began falling frequently ill he requested his wife to shift to New Delhi, permanently stay with mother and serve her. The good wife happily agreed and shifted base to the Indian capital. In due course, as mother began remaining regularly unwell, the son quit his lucrative job in the Gulf, took up a not so good position in the national capital region and both of them started living full time with mother. He noticed that due to her aching knees mother was not able to climb up while she liked to sit in the sun on the roof. He carved out space in a corner of the house and got an elevator installed. Lo & behold, even in the 21st century there are some persons in the world who discern God's real purpose behind creating the humanity and act thereupon. One feels like envying the parental upbringing of this young couple. The boy and his wife were actually implementing God's command in letter and spirit: In the best way possible do good to your parents and the relatives (holy Quran 4.36). Even Dr Sir Mohammad Iqbal was amazed at such high level of parental upbringing:

গত সপ্তাহে আমাদের যৌথ পরিবারের একজন প্রবীণ পারিবারিক সদস্য এই ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে পরলোকে চলে গেছেন। আল্লাহ যেন তার আল্লাকে জন্মতে স্থান দিয়ে সুখে রাখেন, আমীন। এরপর তার আল্লার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক শোকসভায় প্রকাশিত হয় যে সেই ভদ্র মহিলার একটি ছেলে আছে এবং তিনি টেকনিক্যালি যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের একটি দেশে অর্ধ মিলিয়ন টাকার মাস মাহিনায় চাকুরী করেন। যেহেতু তার মা ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়তেন তাই তিনি তার স্ত্রীকে উপসাগরীয় দেশ থেকে স্থায়ীভাবে চলে গিয়ে নতুন দিল্লীতে তার মা'য়ের সাথে বসবাস করার পরামর্শ দেন। তার সহানুভূতিশীল স্ত্রী খুশি মনে স্বামীর পরামর্শ মেনে নিয়ে নতুন দিল্লীতে এসে তার মা'য়ের সাথে থাকতে শুরু করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু ছেলেটির মা ঘন ঘন অসুস্থ থাকতেন তাই তার ছেলে উপসাগরীয় অঞ্চলের লোভনীয় চাকুরী ছেড়ে নতুন দিল্লীতে অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাজনক

একটি চাকরী নিয়ে উভয় স্বামী স্ত্রী মা'য়ের সাথে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। ছেলেটি দেখলেন যে তার মা'র হাঁটুর ব্যথার দরুন তিনি ভালোভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠা-নাম করতে পারছিলেন না, বরঞ্চ তিনি ছাদে রোদে বসতেই বেশি পছন্দ করতেন। তার ছেলে বাড়ির একটি কোণার দিকের অংশকে কেটে উপর নীচে নামার সুবিধার জন্য সেখানে একটি এলিভেটর বসান। এমনকি এই ২১ শতকেও এই জগতে এখনো এমন কিছু মানুষ আছেন যারা মানবতা সৃষ্টির অন্তরালে থাকা আল্লার ইচ্ছার বিষয়টি বুঝতে পারেন। এই তরুণ দম্পতি পিতামাতার লালন পালনের বিষয়টি ভালোভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই ছেলেটি এবং তার স্ত্রী উভয়েই সর্বশক্তিমান আল্লার আদেশকে অক্ষর এবং ভাবনার দ্বারা প্রতিপালিতহচ্ছিলেন। এটাই নিজের বাবা-মা এবং আল্লায় পরিজনের প্রতি সবচাইতে ভালোভাবে কাজ করার সম্ভাব্য একটা উপায় (পবিত্র কোরান ৪.৩৬)। এমনকি ডঃ স্যার মোহাম্মদ ইকবাল নিজেই বাবা-মা'য়ের প্রতি এমন সুন্দর লালন পালনের বৈশিষ্ট্যতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছেন।

Ye faizan-e nazarthayakimaktabkikaraamatthi
Sikhaayekis-ne Ismaeelkoodaab-e farzandee

ইয়েফয়জান-এনজরথাইয়াকিমকতাবকীকারামতথী
শিখায়েকিস-নেইসমায়েলকোআদাব-এফরজানডে

Was it the school lesson or parental upbringing that taught Ismail (Ishmael) what should he happily forbear for the sake of his parents' pleasure ?

বাবা-মা'য়ের আনন্দের জন্য নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করা এবং বাবা-মা'য়ের প্রতি এই অকৃপণ ভালোবাসার শিক্ষালাভটা কি ইসমাইল (ইসমায়েল) স্কুলে শেখানোর পাঠ্যপুস্তক থেকে লাভ করেছিলেন?

While the significance of serving the parents is generally well known let's try to understand what God has enjoined upon us in respect of our relatives. In order to describe the relatives God has used two types of terms in the Quran: *Arhaam* and *Aqraboon* or other derivatives of the 3-letter Arabic root QRB like *Qurba*, *Aqrabeen*, *Maqraba*. *Arhaam* is plural of *Rahm* that's the chamber in the mother's sacrosanct body in which the human being gestates. But as a collective

noun, *Arhaam* has been used in Quran Kareem to describe one's extended family comprising all the relatives both through birth and matrimony. As per divine instruction each one of us has to continuously and duly discharge the obligations of kinship (4.1). Maulana Abdul Majid Daryabadi writes in *Tafseer-e-Majidi* that according to the divine law (*Shari'at*) the kinship group is the basic unit of society. Prophetic tradition says that, hanging from the celestial throne, the womb supplicates God to 'bless those who augment me and censure those who frustrate my centrifugal aspirations'. Quranic commentators mutually agree that patronizing the relatives is a fundamental obligation of faith (*Wajib*) and to deliberately disregard them is sacrilegious. For this, the individual is under continuous divine surveillance. The Prophet (S) also exhorted that even if the other fellow tries to sabotage the relationship bond, one should still stick on unilaterally. He declared: Whosoever wishes augmentation of provisions and elongation of life period must indulge in obliging and appeasing the relatives (*Sila-Rahmi*).

যেহেতু বাবা-মা'য়ের প্রতি ভালো সেবায় করাটাসাধারণত ভালপরিচিততাতপর্য বোঝায়, তাই আসুন আমরা আমাদের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ভালো ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে আল্লাহ ঠিক কতটা উপভোগ করছেন সেটা একবার দেখে নিই। আত্মীয় স্বজনদের কথা বোঝাতে আল্লাহ কোরানে দুই প্রকার শর্ত ব্যবহার করেছেন: আরহাম এবং আগারবুন অথবা ৩টি আরবি অক্ষরের মূল কিউআরবি যেমন কোয়ারবা, অগ্রবিন ও মাগ্রাবা। আরহাম হলো রাহামের বহুবচন শব্দ যা মা'য়ের পবিত্র শরীরের অংশ, যেখানে মানুষ গর্ভধারণ থেকে জন্মানো অবধি থাকে। কিন্তু একটি সমষ্টিগত বিশেষ্য হিসাবে, আরহাম'কে কোরান করিম-এ ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে আত্মীয়স্বজনের সমন্বয়ে গঠিত একযৌথ পরিবারে জন্ম ও বিবাহ উভয়ের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐশ্বরিক নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেককেই আত্মীয়তার প্রতিটি বিষয় অবিরত এবং যথাযথভাবে বাধ্যবাধকতা সহ পালন করতে হবে (4.1)। মৌলানা আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদি তফসীর -এ - মসজিদী'তে লিখেছেন ঐশ্বরিক নির্দেশ বা নীতি অনুযায়ী (শরিয়ত) আত্মীয়তার গোষ্ঠী হলো সমাজের মৌলিক গোষ্ঠী। নবী পরম্পরায় বলছেন যে স্বর্গীয় সিংহাসন থেকে ঈশ্বরকে বীণিত আবেদন করে বলছে যে 'যারা আমার বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে তাদের আশীর্বাদ কর আল্লাহ প্রতি প্রার্থনায় আমার গর্ভবৃদ্ধিকে আশীর্বাদে পূর্ণ কর এবং যারা আমার অপকেন্দ্র আকাঙ্ক্ষাকে পরাভূত করছে তাদের পরাভূত কর'। কুরআন মলুব্যকারী পারস্পরিক দিক দিয়ে সম্মত হন যে আত্মীয় স্বজনের পৃষ্ঠপোষকতা হলো মৌলিক বিশ্বাসের বাধ্যবাধকতা (ওয়াজিব) এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের উপেক্ষা করাটা হলো পবিত্র ব্যক্তির অসম্মানকারী অবস্থা। এই জন্যই স্বতন্ত্র ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে ঐশ্বরিক নজরদারীর অধীনস্থ হয়। এছাড়াও নবী (গণ) উদ্বুদ্ধ করেন যে যদি অন্যান্য সহযোগীগণ সম্পর্কের বন্ধনে অন্তর্ঘাত করার চেষ্টা করে, তাহলে আমাদের এই বন্ধন দুটোভাবে অটুট রাখার প্রতি যথেষ্ট সচেতন হওয়া উচিত। তিনি ঘোষণা

করেছেন যে কেউ যদি জীবনে বিধানের উদ্দীপন এবং দীর্ঘায়তকরণ শুভেচ্ছা জানাতে চান, তাহলে তাকে ভদ্র এবং প্রশমিত উপায়ে সম্পর্ক জাহির করতে হবে (শিলা রাহমি)।

Abu Huraira (R) complained, "I try to strengthen the bonding while some of the relatives frustrate my efforts"; the Prophet (S) informed him that till he does that an angel would remain deployed by his side. God further desires (26.214) us to keep reminding the society about such injunctions of *Shari'at*. Also, He cautions us that the relatives deserve our attention on priority vis a vis the other members of the society (33.6). According to *Tafhim-ul-Quran* any act of charity done ignoring and superseding the needy relatives doesn't squarely measure up to the divine reckoning. There is a special mention in the Book regarding helping the relatives who are orphan (*Yateemanzamaqraba* - 90.15) that commands greater reward. We are forewarned (47.22) that our going against these heavenly writs may tantamount to twisting the basic infrastructure leading to societal upheaval; God detests and deprecates such assailants of His design. *Tafhim-ul-Quran* says that this verse enlists *Qata-Rahmi* (cutting off a natural relationship) among the fundamental prohibitions (*Haraam*). Conversely, *Sila-Rahmi* has been bracketed (2.177, 4.36) among the best deeds (*A'maal-e-Saaleh*).

আবু হুরায়িরা (আর) অভিযোগ করেন যে, "আমি আমার আত্মীয়দের মধ্যে সম্পর্ককে মজবুত করার পর্যাশ্রয় চেপ্টা করেছি, যদিও আবার কিছু কিছু আত্মীয় আমার প্রচেষ্টাকে বিফল করার চেপ্টা করেছেন"; নবি (গণ) তাকে জানান যে তিনি যতক্ষণ এই কাজে লিপ্ত থাকবেন ততক্ষণ কোন একজন ফেরেশতা তার সাথে থাকবেন। এছাড়াও আল্লাহ চান যে (২৬.২১৪) আমরা সমাজের সকল মানুষকে শরিয়তের এই বিধানগুলি মনে করাতে থাকি। এমনকি তিনি আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন যে আমাদের আত্মীয়গণের সাথে সাথে সমাজের অপর সদস্যগণও সন্ন্যাস আমাদের সন্ন্যাসিক মনোযোগ আকর্ষণ করার চেপ্টা করেন (৩৩.৬)। তাফহিম-উল-কোরআন অনুযায়ী অতি দরিদ্র আত্মীয়স্বজনদের উপেক্ষা করে কোন প্রকার দাতব্য কাজ করাকে আল্লাহ কোনদিন ভালোভাবে গ্রহণ করেন না। অনাথ আত্মীয় পরিজনদের সাহায্যদান সংক্রান্ত বিষয়ে একটিবইয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে যে (ইয়াতিমানজাকমাগ্রাবা - ৯০.১৫) অজ্ঞতা হলো সর্বোচ্চ পুরস্কার। আমরা আগে থেকে সাবধান হই (৪৭.২২) যে এই সব স্বর্গীয় রীতি নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে সমাজের নেতৃস্থানীয় মৌলিক পরিকাঠামোর বিপর্যয় উত্থানের শামিল হতে পারে; আল্লাহ তাঁর তেমন ধরণের নকশার আক্রমণকারীদের ঘৃণা করেন এবং বিরোধ করেন। তাফহিম-উল-কোরআন বলেছেন যে মৌলিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে (হারাম) এই আয়াতে কোয়াতা-রাহমি নথিভুক্ত আছে (এক স্বাভাবিক সম্পর্ককে ছিন্ন করা)। বিপরীতভাবে সীলা-রাহমি'কে তাঁর দুর্দান্ত কাজের দরুন (আ'মাল-এ-সালাহ) বন্ধনীর মধ্যে রাখা আছে (২.১৭৭, ৪.৩৬)।

According to the commentators all the relatives - distant & close - of an individual constitute what is known as *ZawilArhaam*. For special consideration of this group God has used (42.23) the term *Al-mawaddataFil-Qurba*. Closer the relationship more intense is the obligation and bigger is the sin for pausing or laying off the relationship. As per divine scheme *ZawilArhaam* has been made internally self-sufficient. In a kaleidoscope, turning around the cylinder in a circular motion shows different designs and colour combinations. Similar is the internal mechanism of *ZawilArhaam*: in the group of relatives some are very rich, some very poor, some on the threshold, some very learned, some illiterate, but the group as a whole is internally self-reliant. God keeps a tab on every group member as to his/her behavior with others. God's minimum expectation from us under *Sila-Rahmi* is to "not avoid what best one is capable of doing" for the fellow group members. In two verses of Quran Karim (17.26 & 30.38) *Sila-Rahmi* has been declared as the right of the needy relatives in the assets & capabilities of the better off members of *ZawilArhaam*. Mind you, God may sometimes even turn around the kaleidoscope of *ZawilArhaam* and thereafter the red color may begin looking white ..and the white, pink etc. *Qata-Rahmi*s ill-treatment with the relatives or deliberately not doing what best one is capable of doing with the relatives. In 17.26 God enjoins upon us not to be spend-thrift and squander away our wealth & income and, instead, discharge the obligations of the needy relatives.

সকল আত্মীয়গণের মুফাসসিরদেরমতে –একজন স্বতন্ত্রব্যক্তি দূরে এবং কাছে– যা গঠন করেন তাকে *জাওয়িলআরহাম* বলা হয়। তার দলের বিশেষ বিবেচনার জন্য আল্লাহ এক বিশেষ শব্দ (৪২.২৩) ব্যবহার করেছেন যা হলো আল-মাওয়াদাতাফিল-কুরবা। সম্পর্ক যত গভীর হবে বাধ্যবাধকতা ততই বেশী হবে এবং এই সম্পর্কে ভাঙন লাগার ক্ষেত্রে পাপের ঝুঁকি ততই বেশী থাকবে। ঐশ্বরিকপরিকল্পনানুযায়ী জাওয়িলআরহামঅভ্যন্তরীণভাবেস্বয়ংসম্পূর্ণহয়েছে।একটি কেলিডোস্কোপের, একটিবৃত্তাকারগতিতে থাকা একটিসিলিন্ডারবাঁকের চারপাশে বিভিন্ন ডিজাইন এবং রঙের সংমিশ্রণ ঘটেতে দেখা যায়। একই পদ্ধতি জাওয়িলআরহাম –এর ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এই দলে কিছু কিছু আত্মীয়গণ খুবই ধনী, আবার কিছু কিছু খুব গরীব, কেউ কেউ আবার এই দুইয়ের প্রান্তিকমানেরউপর দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ কেউ ভীষণ শিক্ষিত, আবার কেউ কেউ অশিক্ষিত, কিন্তু একটিসম্পূর্ণদল হিসাবেতারা সকলেই অভ্যন্তরীণভাবেআত্মনির্ভরশীল।একে অপরের সাথে কেমন ব্যবহার করছেন সেটা জানার জন্য আল্লাহ প্রতিটা দলের সদস্যের উপর বিশেষ নজর রাখেন। ‘শিলা রাহমি’র অধীনে আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে ন্যূনতম যা চান তা হলো “দলের সহকর্মী হিসাবে অপর সদস্যের জন্য আমাদের যতটা সম্ভব ভালো কাজ করা”।কোরআন করিমের দুটো আয়াতে (১৭.২৬ এবং ৩০.৩৮) শিলা-রাহমি’কে অভাবগ্রস্তআত্মীয়দেরঅধিকারকে জাওয়িলআরহাম –এর ভালো সম্পদ এবং ক্ষমতাহিসেবেঘোষণাকরাহয়েছে।আপনার মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ হয়তো কখনো কখনো জাওয়িলআরহাম –এর কেলিডোস্কোপটা ঘুরিয়ে দিতে পারেন, ফলে লাল রঙটা হয়তো সাদা, সাদা হয়তো গোলাপী ইত্যাদি দেখাবে ফলে আত্মীয়স্বজনদের সাথে কোয়াতা–

রাহমির খারাপ ব্যবহার অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু ভালো করার ছিলো তা না করাটা প্রতিপন্ন হবে। ১৭.২৬ -তে আল্লাহ আমাদের উপর আদেশ দেন যে আমরা যেন আমাদের সম্পদের আয় অপচয় না করি এবং অপব্যয়ী না হই, এবং তার পরিবর্তে, দরিদ্য আল্লীয়স্বজনদের দায়িত্ব পালনে রত থাকি।

Simultaneously, God has also put a caveat (60.3) that even in order to favor the relatives nothing should be done in violation of God's law otherwise on the Judgement Day the relatives too would not be of help. Also in 4.135 God clarifies that we are expected to remain on the side of justice even though it goes against ourselves, our parents or any other relatives; be he/she rich or poor, God warrants our obedience in supersession of his/her interests. We need not let our desires have the upper hand vis a vis the divinely mandated straight path and should, rather, fulfill the promise that we've made to our Creator (6.152). God told the Prophet (S), 'Say, I do not ask from you for any compensation (for guiding to the right path) except valuing the natural relationships'. The scriptural research done by the famous commentator Hazrat Ashraf Ali Thanvi (R) tells us that patronizing the relatives amounts to pure observance of faith (*Iman*).

একই সাথে, আল্লাহ একটি সতর্কীকরণও জারী করেছেন (৬০.৩) যে আল্লীয়স্বজনদের পক্ষপাতী করার জন্য আল্লার নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে কোন কাজ করা উচিত নয়, তা নাহলে বিচারের দিনে আল্লীয় স্বজনরাও আপনাকে কোনপ্রকার সাহায্য করবেন না। এমনকি ৪.১৩৫ -এ আল্লাহ পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, আমাদের বাবা-মা'র বিরুদ্ধে অথবা অন্যান্য আল্লীয় পরিজনদের বিরুদ্ধে গেলেও সর্বদা আমাদের ন্যায়বিচারের পক্ষে থাকা উচিত; তিনি গরীব অথবা দুঃখী হোক না কেন তার / তাঁর স্বার্থ নির্বর্তনক্রমে আল্লাহ আমাদের অজ্ঞাকারীতার পরোয়ানা জারী করেন। কখনোই আমাদের উচ্চাশাকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া উচিত নয় এবং সাথে সাথে আল্লার সোজা পথ বাধ্যতামূলক এবং, বরং আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করেছি বলে ভাবা উচিত (৬.১৫২)। আল্লাহ নবিকে (দের) বলেন, যে, 'আমি তোমার কাছ থেকে কোনপ্রকার ক্ষতিপূরণ চাইনা (সঠিক পথে তোমাকে পরিচালনা করার পারিশ্রমিক), তবে তোমায় শুধুমাত্র স্বাভাবিক সম্পদের বাঁধনকে অটুট রাখতে হবে'। বিখ্যাত ভাষ্যকার হজরত আশরাফ আলি থানভি (আর)-র দ্বারা করা শাস্ত্রসম্মত গবেষণা আমাদের বলে যে আল্লীয়তা বজায় রাখাটা বিশ্বাসের শুদ্ধ প্রতিপালন করার সমান (ইমান)।

The author is President, Zakat Foundation of India ZakatIndia.org

এরলেখক হলেন প্রেসিডেন্ট, জাকাত ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া জাকাতইন্ডিয়া.ওআরজি